তাল বিক্রি করে সংসার চলে নবী মিয়ার, নেই কোন ঘর তার

তাল বিক্রি করে সংসার চলে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার নবী মিয়ার। জিকে সেচ প্রকল্পের সরকারি জমিতে কোন রকমে মাথা গোজার ঠাই রয়েছে নবী মিয়ার। বৃদ্ধ বাবা, ছেলে-মেয়ে নিয়ে আট সদস্যের পরিবার। ভ্যান চালিয়ে এই সংসারটাকে চালাচ্ছিলেন। আর এখন তালসাস বিক্রি করে চলছে তার। এলো করোনা। আয় রোজগার বন্ধ। দুবেলা খাবারের ব্যবস্থা করতে পারছিলেন না তিনি। এরমধ্যে ঝূর্ণিঝড় আম্ফানে উড়িয়ে নিয়ে গেলো থাকার ছোট ছোট তিনটি ঘর। এখন মাথা গোজার ঠাঁইটুকু নেই।

অসহায় হয়ে পড়েছে পুরো পরিবারটি। টাকার অভাবে ঘরগুলোও ঠিক করতে পারছেন না। এখন তাল বিক্রি করছেন রাস্তার মোড়ে মোড়ে। এ থেকে যা আয় হয় তা দিয়ে কোনো রকমে চলছে।

নবী মিয়া বলেন, ‘ঝঁড়ে বাড়ি ঘর সব ভেঙে গেছে। তিনটা ছোট ছোট মাটির ঘর ছিল। তিনটাই ভেঙে গেছে। ঝড়ের দিন তো ঘর ছেড়ে পৌরসভার ভবনে আশ্রয় নিয়ে বেঁচেছি সবাই। এখন থাকবো কোথায় ঠিক নেই। রোজ বৃষ্টি হচ্ছে। পরিবারের লোকজন নিয়ে মহাবিপদে আছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘একেতে থাকার যায়গা নেই, তার ওপরে এই করোনার কারণে ভ্যান চালাতে পারছি না। এখন কী দিয়ে যে কী করব বুঝতে পারছি না।’

নবী মিয়া বলেন, ‘সরকারি লোকজন বাড়িতে গিয়ে সব দেখে গেলো। ঘর ঠিক করে দেওয়ার কথা বললেও এখন আর কোনো খোঁজ নেই।’

মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিংকন বিশ্বাস বলেন, ‘আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্থ ওই ভ্যান চালক নবী মিয়ার বাড়িতে আমরা গিয়ে দেখে এসেছি। ঘর ভেঙে যাওয়ায় তিনি বিপদে পড়েছেন। সরকারিভাবে তাকে সহযোগিতার করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’

কোটচাঁদপুরে একই পরিবারে ৫জন করোনা পজিটিভ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে একই পরিবারে ৫ জন করোনা পজিটিভ হয়েছেন। গতকাল রবিবার সকালে ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন ডাঃ সেলিনা বেগমের বরাদ দিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ।

তিনি জানান, উপজেলার কুশনা ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামের একই পরিবারের ১জন পুরুষ ও ৪ জন মেয়েসহ ৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এর আগে তাদের নমুনা সংগ্রহ করে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনোম সেন্টারে পাঠানো হয়েছিল।

গতকাল রবিবার সকালে ওই ৫জনের শরীরে করোনা পজেটিভের রিপোর্ট পায়।

ডা. রশিদ জানান, গত ৩১মে ওই পরিবারের একজন সদস্য করোনায় আক্রন্ত হন। যিনি সম্প্রতি ঢাকা থেকে এসেছিলেন।

বর্তমানে আক্রান্ত রোগীরা হোম আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন আছেন। স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় করোনা আক্রান্ত ওই বাড়ি লক-ডাউন করা হয়েছে।

ঝিনাইদহ ভূয়া ডেন্টাল ডাক্তারসহ ছেলে আটক, দোকান সিলগালা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ডাকবাংলা বাজারে রবিবার দুপুরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এর অভিযানে দুই ভুয়া ডেন্টাল ডাক্তারকে আটকের পর দোকান সিলগালা করে দেয়া হয়।

জানা গেছে, সম্প্রতি ভয়াবহ করোনা ভাইরাসে মানুষ যখন এক গন্ডির মধ্যে ঠিক তখনই ডাকবাংলা মিনি শহর এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বাবা-ছেলে ভুয়া ডেন্টাল ডাক্তার লোকজনকে ডাক্তার পরিচয় দিয়ে প্রতারণার মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে।

ডাবলু বলেন, আমি ৮ম শ্রেণী পাস, আমার অনেক দিনের অভিজ্ঞতা, আমার আরও একটা চেম্বার আছে হরিনাকুন্ডতে।

এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঝিনাইদহ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ হেদায়েতুল্লাহ ডাকবাংলা মিনি শহর এর “ফাতেমা ডেন্টাল কেয়ার” এর মালিক ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সাধুহাটি ইউনিয়নের রাঙ্গের পোতা গ্রামের মাহতাব উদ্দিন এর ছেলে ভূয়া ডেন্টাল ডাক্তার ডাবলু রহমানকে কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ মেডিকেল এর ডেন্টাল কাউন্সিল আইন ২০১০ এর ২২ ধারায় ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ডাবলুর ছেলে রাব্বুল ছাত্র হওয়ায় ১৮৬০ এর ১৮৭ ধারায় ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিতসহ “ফাতেমা ডেন্টাল কেয়ার” মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে সিল গালা করে দেন। ডাকবাংলা ক্যাম্প ইনচার্জ মোকলেছুর রহমানের সহযোগিতায় এই সিলগালা করেন।

এবিষয়ে ঝিনাইদহের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হেদায়েতুল্লাহ সাংবাদিকদের জানান, ফাতেমা ডেন্টাল কেয়ার এর মালিক ডাবলু তিনি ডাক্তার হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন যেটা বাংলাদেশ মেডিকেল ডেন্টাল কাউন্সিলে দন্ডনীয় অপরাধ এবং ভ্রাম্যমাণ আদালতের সাথে খারাপ আচরণ ও আক্রমনাত্তক আচরণ করাই ডাবলু রহমানকে মেডিকেল এর ডেন্টাল কাউন্সিল আইনে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারান্ড ও ডাবলুর ছেলে রাব্বুল ছাত্র হওয়ায় ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দন্ডিতসহ “ফাতেমা ডেন্টাল কেয়ার” মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে সিল গালা করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে শুধু

মন্ত্রী-এমপিদের জীবনের মূল্য আছে: রিজভী

কোভিড-১৯ মহামারী থেকে সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে শুধু অতিগুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের (ভিআইপি) জীবনের মূল্য আছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

রোববার দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনের দলীয় কার্যালয় থেকে এক ভার্চুয়াল সংবাদ ব্রিফিংয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন।

রিজভী বলেন, প্রধানমন্ত্রী তার দলের মন্ত্রী, এমপি, মেয়র, নেতা ও ভিআইপিদের চিকিৎসার দায়িত্ব নিচ্ছেন। তাদের জন্য দ্রুততার সঙ্গে সিএমএইচ, এয়ার অ্যাম্বুলেন্স, হেলিকপ্টার, নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্র, ভেন্টিলেটরসহ সব সুবিধা নিশ্চিত করছেন। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ চিকিৎসা না পেয়ে রাস্তায় মারা যাচ্ছেb, প্রধানমন্ত্রী তাদের কোনো খবর নিচ্ছেন না।

‘কারণ জাতীয় নিশুতি রাতের নির্বাচনের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার মসনদে থাকতে দেশের সাধারণ মানুষের কোনো প্রয়োজন হয় না। তার কাছে শুধুই ‘ভিআইপি লাইভস ম্যাটার’, গরিব মানুষের জীবন উপেক্ষিত’-যোগ করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব।

করোনা পরিস্থিতিতে হাসপাতালগুলো আইসিইউ ব্যবস্থাপনায় অনিয়মের চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন, রাজধানীতে কোনো হাসপাতালেই আইসিইউ বেড খালি নেই, কোনো কোনো বেসরকারি হাসপাতালে করোনার ওয়ার্ড খুললেও আইসিইউ বেড ও চিকিৎসার জন্য গলাকাটা দাম নিচ্ছে।

বিনাচিকিৎসা করোনা রোগীরা মারা যাচ্ছেন, অভিযোগ করে তিনি বলেন, তিন মাসে করোনা উপসর্গ নিয়ে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়েছে– যাদের মধ্যে সিংহভাগ মানুষ হাসপাতালে চিকিৎসা পাননি। বেঁচে থাকাবস্থায় নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হতে পারেননি তারা করোনা আক্রান্ত কিনা।

প্রস্তাবিত বাজেটে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ব্যয়বৃদ্ধির প্রস্তাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেন রিজভী। বলেন, করোনা-উত্তর অর্থনৈতিক মন্দাকে কাটাতে বিভিন্ন দেশে সরকারি ব্যয় সংকোচনের

পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন দেশের প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রী নিজেদের ব্যয় কমিয়ে দৃষ্টান্ত করার চেষ্টা করেছেন। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের ‘অনির্বাচিত সরকার’ হাঁটছে উল্টো দিকে। এই করোনাভাইরাসের সংকটের মধ্যেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সরকারি অফিসের ব্যয় বাড়িয়েছেন ৯৫ কোটি টাকা। প্রস্তাবিত বাজেটে প্রধানমন্ত্রীর অফিসের খরচের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩ হাজার ৮৩৮ কোটি টাকা। গত বছর ৩ হাজার ৭৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার পর ব্যাপক সমালোচনা হলেও সরকার এতে কর্ণপাত করেনি।

করোনা পরিস্থিতি ভয়ানক হয়ে উঠছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকারের সীমিত টেস্টের লুকোচুরি করা ফলেও শনাক্তের ৯৮তম দিনে এসে আক্রান্তের সংখ্যায় চীনকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। মুখে ‘লকডাউন’ কাগজে-কলমে ‘সাধারণ ছুটি’, আবার কখনও কখনও কথিত ‘রেড জোন’, ‘ইয়েলো জোন’, ‘গ্রিন জোন’— এভাবে সরকারের একেকবার একেক ধরনের কথা পুরো পরিস্থিতিকে আরও ভঙ্গুর ও জটিল করে তুলেছে।

রিজভী বলেন, ‘অপ্রিয় বাস্তবতা হলো— সরকার নিজেও পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারছে না, কারও পরামর্শ কিংবা সহায়তাও নিচ্ছে না। কেউ সুপরামর্শ দিলে বা সহযোগিতা করতে চাইলে তাদের কটাক্ষ করা মজ্জাগত হয়ে গেছে ক্ষমতাসীন মন্ত্রী-নেতাদের। দেশের মানুষের জীবন নিয়ে সরকারের এ ধরনের হেয়ালিপূর্ণ আচরণ মেনে নেয়া যায় না।’

বগুড়ায় শহীদ জিয়াউর রহমান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও গাবতলী শহীদ জিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন ও জিয়ার নামফলক মুছে ফেলা এবং মাগুরা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা কৌশিক আহমেদ সোহাগের ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের হামলায় আহত হওয়ার ঘটনায় নিন্দা জানান রিজভী।

যুগান্তর রিপোর্ট

করোনামুক্ত হয়ে ফের লাশ দাফনে

নাসিক কাউন্সিলর মাকসুদুল

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া লোকজনের লাশ দাফনে কেউ এগিয়ে আসত না। অনেকে কাছে ঘেঁষতে চাইত না মৃত ব্যক্তিদের। এমতাবস্থায় তাদের দাফনে এগিয়ে আসেন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের আলোচিত কাউন্সিলর মাকসুদুল আলম খন্দকার খোরশেদ। একটি টিম গঠন করে মহল্লায় মহল্লায় গিয়ে দাফনে কাজ করেন তিনি। হঠাৎ নিজেই করোনায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন।

হাসপাতালে কিছু দিন সেবা নিয়ে সুস্থ হন মাকসুদুল। করোনাভাইরাস জয় করে ফের করোনায় মারা যাওয়াদের লাশ দাফনে এগিয়ে আসেন তিনি।

শুক্রবার রাতে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ২ নম্বর ওয়ার্ডে মিজমিজি বসির উদ্দিন মার্কেট এলাকার বাসিন্দা হাজী ইদ্রিস আলী নামে এক করোনা রোগী মারা যান। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যাওয়া ওই ব্যক্তির লাশ ৫ ঘণ্টা পড়ে থাকলেও মৃতের পরিবারের ডাকে সাড়া দেয়নি কেউ।

ওই দিন রাত ৩টায় হঠাৎ একটি কল আসে মাকসুদুলের মোবাইলে। তাকে জানানো হয়, করোনাভাইরাসে মারা যাওয়া ব্যক্তির লাশ দাফনে কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। তারা মাকসুদুল ও তার টিমের সহযোগিতা চান।

একে তো গভীর রাত, তার ওপর তুমুল বৃষ্টিতে প্রয়োজনীয়সংখ্যক টিমের সদস্য জোগাড় করতে না পেরে সদ্য করোনা থেকে সেরে ওঠা খোরশেদ নিজেই কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে লাশ দাফনে চলে যান। এ লাশ দাফনের মাধ্যমে করোনায় আক্রান্ত ও উপসর্গে মারা যাওয়া ৮০টি লাশ দাফন করলেন খোরশেদ ও তার সহযোদ্ধারা।

কাউন্সিলর মাকসুদুল আলম খন্দকার খোরশেদ বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, আজ আমাদের ৮০তম দাফন সম্পন্ন হলো।’

যুগান্তর রিপোর্ট

একদিনে দুই আপনজনকে হারালাম: প্রধানমন্ত্রী

আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এবং দলের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক ও ধর্মপ্রতিমন্ত্রী শেখ মো. আবদুল্লাহর মৃত্যুতে শোকে স্তব্ধ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রোববার জাতীয় সংসদের ভাষণে এই দুই নেতাকে স্মরণ করে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, যাদের সব সময় পাশে পেয়েছি, তাদের মধ্যে দুই আপনজনকে একদিনেই হারালাম, এটি খুবই কষ্টের।

এদিন এই দুই সংসদ সদস্যের মৃত্যুতে সংসদে আনা একটি শোক প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়। এর আগে শোক প্রস্তাবের ওপর আলোচনা করেন সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ কয়েকজন সংসদ সদস্য।

আলোচনায় অংশ নিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, একই দিনে পরপর দুজনের মৃত্যু খুবই কষ্টকর। আমাদের এই সংসদে বারবার শোক প্রস্তাব আনতে হচ্ছে।

শোক প্রস্তাবের আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী দুই নেতার আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। তাদের পরিবার সদস্যদের ধৈর্য ধরার আহ্বান জানান।

নাসিম ও আব্দুল্লাহকে স্মরণ করে শেখ হাসিনা বলেন, আমি দেশে ফেরার পর রাজনীতি করার মত পরিবেশ ছিল না। পদে পদে আমাকে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ সময় যে দুজনকে আমি সব সময় পাশে পেয়েছি, একই দিনে তাদের হারালাম।

‘ওয়ান-ইলেভেনের’ রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর তখনকার সেনা নিয়ন্ত্রিত সরকারের সময় সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম কারাগারে থাকাবস্থায় স্ট্রোক করে পড়ে ছিলেন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ওই সময় কারাবন্দি সালমান এফ রহমানের জন্য একটি অ্যাম্বুলেন্স সবসময় জেলগেইটে রাখা থাকত তার পরিবারের পক্ষ থেকে। ওই অ্যাম্বুলেন্সে করে মোহাম্মদ নাসিমকে হাসপাতালে নেয়া সম্ভব হয় বলে তিনি সেই যাত্রায় বেঁচে যান। তবে ওই সময় তার শরীরের একপাশ অবশ হয়ে যায়।

আবেগাপ্লুত আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, ‘অনেক কষ্ট বুকে নিয়ে এখানে দাঁড়াতে হচ্ছে। মাত্র ১০ তারিখে (১০ জুন) আমরা পার্লামেন্ট অধিবেশন শুরু করলাম। তখন একজন মাননীয় সংসদ সদস্য মৃত্যুবরণ করেছেন। শোক প্রস্তাব নিয়েছি।

কয়েকটা দিন মাত্র গেল। আজ ১৪ তারিখ। আমরা হারালাম আমাদের সংসদের সদস্য মোহাম্মদ নাসিমকে। সকালে পেলাম তার মৃত্যুর খবর, আর রাতে ১০টা-সাড়ে ১০টায় আবদুল্লাহ সাহেবের কথা শুনলাম অসুস্থ। হাসপাতালে নিতে হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে যাওয়ার কথা ছিল। সেখানে না গিয়ে নিয়ে যাওয়া হল সিএমএইচে। যাওয়ার পথে জাহাঙ্গীর গেইট পার হতে না হতে একটা অ্যাটাক হল। খুব অল্প সময়ে মধ্যে পরপর তিনটা অ্যাটাক। একই দিনে দুজনের মৃত্যু। আমাদের জন্য খুবই কষ্টকর…।’

প্রধানমন্ত্রী বলেন, করেনাভাইরাসে এমন একটি অস্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যে দলের কেউ মারা গেলে তার পরিবারের কাছে ছুটে গিয়ে সান্ত্বনাটুকু তিনি দিতে পারছেন না।

সংসদে আসতে বাধা পেয়েছেন জানিয়ে সংসদ নেতা বলেন, আজকে আমি সংসদে আসব, কিন্তু আমাকে অনেক জায়গা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। ভীষণভাবে বাধা দেয়া হয়েছে, ‘না না আপনি যাবেন না, নেত্রী যাবেন না’। আমি বললাম গুলি, বোমা, গ্রেনেড কত কিছুই তো মোকাবেলা করে করে এ পর্যন্ত এসেছি। এখন কী একটা অদৃশ্য শক্তি তার ভয়ে ভীত হয়ে থাকব আর পার্লামেন্টের মেম্বার, আমাদের আওয়ামী লীগের পরিবারের একজন সংসদ তাকে হারিয়েছি, আর আমাদের কেবিনেট সদস্য একজন, তাকে হারালাম- আর সেখানে আমি যাব না! এটা তো হয় না।

অন্যদের মধ্যে বিরোধী দলীয় উপনেতা গোলাম মোহাম্মদ কাদের, মতিয়া চৌধুরী, মৃণাল কান্তি দাস, হাবিবে মিল্লাত, জাতীয় পার্টির কাজী ফিরোজ রশীদ এবং ওয়ার্কার্স পার্টির মুস্তফা লুৎফুল্লাহ শোক প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশ নেন।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ব্রেইন স্ট্রোক করেছিলেন ৭২ বছর বয়সী নাসিম। ৯ দিন লাইফ সাপোর্টে থেকে শনিবার সকালে মারা যান বর্ষীয়ান এই রাজনীতিক। এই শোক না কাটতেই একই দিন রাতে বেইলি রোডের বাসায় অসুস্থ হয়ে পড়েন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মো. আবদুল্লাহ। তাকে ঢাকা সিএমএইচে নেয়ার পথে মৃত্যু হয়। সে সময় জানানো হয়েছিল, ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর ‘হার্ট অ্যাটাক’ হয়েছিল।

মৃত্যুর পর নমুনা পরীক্ষা করে জানা যায়, তিনি করোনাভাইরাসেও আক্রান্ত ছিলেন।
যুগান্তর রিপোর্ট

আত্মহত্যা করেছেন বলিউডের সুশান্ত সিং রাজপুত

গোটা বিশ্ব যখন করোনা নিয়ে দুশ্চিন্তায়, হঠাৎই বলিউডের উপরে যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। আত্মহত্যা করলেন বলিউডের নতুন প্রজন্মের অন্যতম জনপ্রিয় মুখ সুশান্ত সিং রাজপুত। রবিবার মুম্বাইয়ের বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয় তার ঝুলন্ত দেহ। বাড়িতে থাকা কাগজপত্র থেকে জানা যাচ্ছে, বেশ কিছুদিন ধরেই ডিপ্রেশনে ভুগছিলেন তিনি।

উল্কার মতো উত্থান সুশান্ত সিংহের। ছোট পর্দা থেকে লম্বা লাফ বড় পর্দায়। বলিউডে তার প্রথম ছবিই সাড়া ফেলে দিয়েছিল- কাই পো চে। তার মুক্তি পাওয়া শেষ ছবি ছিছোড়ে। বই পড়তে অসম্ভব ভালবাসতেন সুশান্ত। ঝরঝরে তরুণ। উন্মাদনায় যেন সর্বক্ষণ টগবগ করছেন। ছোট পর্দায় যখন কাজ করতেন তখনই স্নেহের পাত্র ছিলেন সেটের সকলের। বলিউডেও বিগ বি থেকে শুরু করে প্রযোজক পরিচালকদের খুবই কাছের ছিলেন সুশান্ত। তার এমন মর্মান্তিক পরিণতি যেন আন্দোলিত করে দিয়েছে বলিউড তথা তামাম সিনেমাপ্রেমীদের।

এক সময়ে ছোট পর্দায় সেনসেশন ছিলেন সুশান্ত সিংহ। অত্যন্ত জনপ্রিয় টেলি সিরিয়াল ‘পবিত্র রিস্তায়’ তিনি ছিলেন মুখ্য চরিত্র। সৌমকান্তি সেই তরুণের আবেদন ছুঁয়ে গিয়েছিল বহু দর্শকের হৃদয়। বলতে গেলে সেই অভিনয় ও সারল্যে মুগ্ধ হয়েই কাই পো চে-র জন্য তাঁকে বেছে নিয়েছিলেন পরিচালক অভিষেক কাপুর। পরবর্তী কালে মহেন্দ্র সিং ধোনির বায়োপিকে অভিনয় করেছেন তিনি। এই ছবি করে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় আসেন এই অভিনেতা।
সুশান্তের বয়স মাত্র ৩৪ বছর। ১৯৮৬ সালে বিহারের পাটনায় জন্ম তার। পরে পড়াশুনা শেষ করে মুম্বাই চলে এসেছিলেন তিনি। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্নাতক হলেও বরাবরই অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ ছিল

তার। ২০০৮ সালে হিন্দি সিরিয়াল দিয়েই তার হাতে খড়ি। স্টার প্লাসে ‘কিস দেশ মে হ্যায় মেরা দিল’ সিরিয়াল দিয়ে তার অভিনয় জীবন শুরু। তার অভিনীত সেরা ছবিগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘শুদ্ধ দেশি রোমান্স’, ‘ডিটেক্টিভ ব্যোমকেশ বক্সী’ ও ‘পিকে’।

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই সেলিব্রিটি ম্যানেজার দিশা সালিয়ানের আত্মহত্যায় ভেঙে পড়েন সুশান্ত সিং রাজপুত। তিনি তার সোশ্যাল অ্যাকাউন্টে নিজেই এ নিয়ে পোস্ট করে দুঃখ প্রকাশ করেন।

সূত্র : এনডিটিভি ও টাইমস অব ইন্ডিয়া।

করোনায় দেশে আরও ৩২ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ৩১৪১

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ১৭১ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ১৪১ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ৮৭ হাজার ৫২০ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৯০৩ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ১৮ হাজার ৭৩০ জন।

রোববার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪ হাজার ৬৯০টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৪ হাজার ৫০৫টি নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ১৪১ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ৮৭ হাজার ৫২০ জন। শনাক্তের হার ২১ দশমিক ৬৫ শতাংশ।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩২ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ২৭ জন ও নারী ৫ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ১ হাজার ১৭১ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৯০৩ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ১৮

হাজার ৭৩০ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ২১ দশমিক ৪০ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩৪ শতাংশ।

ডা. নাসিমা জানান, বয়স বিশ্লেষণে ২১-৩০ বছরের মধ্যে একজন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে একজন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৬ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ১০ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ৯ জন, ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ২ জন ও ৮১-৯০ বছরের মধ্যে ৩ জন মারা গেছেন।

তিনি আরও জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ১৬ জন, চট্টগ্রামে ১১ জন, সিলেটে ২ জন, বরিশালে একজন, রংপুরে একজন ও ময়মনসিংহে একজন মৃত্যুবরণ করেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে ২০ ও বাসায় ১১ জন মারা গেছেন। আর হাসপাতালে মৃত অবস্থায় এসেছেন একজন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ আর নেই

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট শেখ মো. আব্দুল্লাহ ইন্তেকাল করেছেন। শনিবার রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে তার মৃত্যু হয়। প্রতিমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব শেখ নাজমুল হক সৈকত এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

শেখ আব্দুল্লাহ ২০১৯ সালের ৭ জানুয়ারি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের

প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন।

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট শেখ মো. আব্দুল্লাহ ১৯৪৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জ জেলার মধুমতী নদীর তীরবর্তী কেকানিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ধার্মিক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা শেখ মো. মতিউর রহমান এবং মাতা মরহুমা আলহাজ্ব মোসাম্মৎ রাবেয়া খাতুন। চার ভাই তিন বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্ট মুজিব বাহিনীর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বাঙ্গালীর স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হলে তিনি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশ সেবা করার লক্ষ্যে চাকুরির পরিবর্তে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং তার নেতৃত্বে রাজনীতি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

এরপর কাউন্সিলের মাধ্যমে গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। দীর্ঘদিন তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ধর্ম বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

একদিনে করোনা কেড়ে নিল আরও ৪৪ প্রাণ, শনাক্ত ২৮৫৬

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ১৩৯ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ২ হাজার ৮৫৬ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ৮৪ হাজার ৩৭৯ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৫৭৮ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ১৭

হাজার ৮২৭ জন।

শনিবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪ হাজার ৩৫টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে পূর্বের নমুনাসহ ১৬ হাজার ৬৩৮টি নমুনা পরীক্ষা করে করে ২ হাজার ৮৫৬ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ৮৪ হাজার ৩৭৯ জন। শনাক্তের হার ১৭ দশমিক ১৭ শতাংশ।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৪৪ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ৩৩ জন ও নারী ১১ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ১ হাজার ১৩৯জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৫৭৮ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ১৭ হাজার ৮২৭ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ২১ দশমিক ১৩ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩৫ শতাংশ।

ডা. নাসিমা জানান, বয়স বিশ্লেষণে ২১-৩০ বছরের মধ্যে একজন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে ৬ জন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৫ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ১১ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ১১ জন, ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ৭ জন, ৮১-৯০ বছরের মধ্যে ৩ জন মারা গেছেন।

তিনি আরও জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ১৯ জন, চট্টগ্রামে ১৩ জন, সিলেটে ২ জন, রাজশাহীতে ৪ জন, বরিশালে ৪ জন, রংপুরে একজন ও খুলনায় একজন মৃত্যুবরণ করেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে মারা গেছেন ২৭ ও বাসায় ১৪ জন মারা গেছেন। আর হাসপাতালে মৃত অবস্থায় এসেছে ৩ জন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে। সূত্র-যুগান্তর